ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine)

দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে চলমান ঠান্ডা লড়াই ১৯৪৭ সালের গোড়ায় তীব্রতর হয়ে উঠেছিল 'ট্রুম্যান নীতি' (Truman Doctrine) নামে পরিচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিশেষ নীতিটি ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে। ইতিপূর্বে আলোচিত কেন্নানের 'Policy of Containment'-এর পরিপূরক ও সম্প্রসারিত রূপ ছিল এই ট্রুম্যান নীতি। ১৯৪৭ সালের ১৫ মার্চ ট্রুম্যান নীতি ঘোষিত হয়েছিল। এই নীতিতে বলা হয়েছিল বিশ্বের যে-কোনো দেশ বা জাতি নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার প্রয়োজনে অথবা বিদেশি চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পুরোমাত্রায় সাহায্য ও সহযোগিতা পাবে। অর্থাৎ মার্কিন প্রশাসনের নীতি হল বহিরাগত চাপের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দেশের স্বাধীন জনসাধারণ সংগ্রামরত তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা ("...it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting subjugation by armed minorities or outside pressures.")। এর প্রকৃত অর্থ ছিল কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ও তার সঞ্চালক সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক তথা সামরিক তৎপরতার সর্বতোভাবে বিরোধিতা করা।

ট্রুম্যান নীতি প্রবর্তনের একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত ছিল। পূর্ব ইউরোপে ধাপে ধাপে কমিউনিস্ট শাসিত প্রভাববলয় গড়ে তোলার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রিস, তুরস্ক ও ইরানের ওপর তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আর্থিকভাবে বিধ্বস্ত ব্রিটেনের পক্ষে ১৯৪৭ থেকে গ্রিস ও তুরস্ককে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে সাহায্য করে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্রিটেন ঐ দুটি দেশ থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়া সেই সুযোগে তুরস্কের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে সচেষ্ট হয় এবং সাথে সাথে মস্কোর মদতপুষ্ট বামপন্থী গেরিলারা গ্রিসের দক্ষিণপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান ট্রুম্যান সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি গ্রিস ও তুরস্ককে সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজনে

Scanned with CamScanner

এবং অবশ্যই সোভিয়েত তৎপরতার মোকাবিলা করতে ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ মতান্তরে, ১৫ মার্চ মার্কিন কংগ্রেসের কাছে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের ব্যয়বরাদ্দের অনুমোদন চান। তাঁর এই উদ্যোগ সাধারণভাবে 'ট্রুম্যান নীতি'-র অঙ্গ নামে পরিচিতি লাভ করে। রুশ বিরোধিতায় মার্কিন অস্ত্র ছিল এই নীতি।

ট্রুম্যান নীতি অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মার্কিন সক্রিয়তার নীতি প্রকৃতিতে ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং একই সাথে এটি হয়ে উঠেছিল সাম্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর একটি রণকৌশল যা স্নায়ুযুদ্ধকে তীব্রতর হতে সাহায্য করেছিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্যবাহী মনরো নীতি অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত অনেকাংশে বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। ট্রুম্যান নীতি সেই পরম্পরামূলক ব্যবস্থার ওপর চিরতরে যবনিকা টেনে দিয়েছিল। যাইহোক, ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন মার্কিন কংগ্রেসে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত হলে কংগ্রেসের সদস্যরা এর মূল বক্তব্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এই নীতিতে ট্রুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী ভূমিকার কথা বলে মার্কিন জনগণেরও বিপুল সমর্থন লাভ করেন। অচিরেই মার্কিন বিদেশনীতির মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠল এই ট্রুম্যান নীতি। হ্যানস্ মর্গ্যানথো-র ভাষায়, 'এই ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন ক্রমে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মেধাগত পুঁজি হয়ে উঠল'। ট্রুম্যান অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁর বিবৃতির দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন বিদেশনীতির মূল সুরটিকে তুলে ধরলেন এবং জোরের সঙ্গে জানালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিহিত আছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার মধ্যে। তিনি আরও জানান, 'পৃথিবী বিভক্ত হয়েছে দুটি পরস্পরবিরোধী জীবনচর্যার মধ্যে' এবং তাঁর মতে প্রয়োজনে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে মার্কিনি জীবনচর্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবৈধ নয়। কার্যত, ট্রুম্যান নীতি অনুসারে মার্কিন কংগ্রেস গ্রিস ও তুরস্কের ক্ষমতাসীন সরকারকে সাহায্যের জন্য প্রভূত অর্থ মঞ্জুর করে। এই আর্থিক সহায়তা প্রদানও ট্রুম্যান নীতির একটি বিশেষ দিক ছিল। গৃহযুদ্ধে দীর্ণ গ্রিস আর্থিক সহায়তা লাভের পাশাপাশি কমিউনিস্ট গেরিলাদের দমন করতে আমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও সমরোপকরণ সাহায্যস্বরূপ পেয়েছিল। অনুরূপভাবে তুরস্কও একই সময়ে ৬০ মিলিয়ন ডলার মার্কিনি সাহায্য লাভ করেছিল। অবশেষে, আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট গ্রিস প্রশাসন ১৯৪৯ সালে সেখানকার বামপন্থী গেরিলা যোদ্ধাদের ধ্বংস করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করতে সফল হয়। তুরস্কেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

ট্রুম্যান নীতির সমালোচনা (Criticism of Truman Doctrine)

বিতর্কিত ট্রুম্যান নীতির সমালোচনা যাঁরা করে থাকেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন মার্কিন রাজনৈতিক ভাষ্যকার ওয়াল্টার লিপম্যান। লিপম্যানের মতে এই ট্রুম্যান তত্ত্ব

Scanned with CamScanner

মার্কিন বিদেশনীতিকে তীব্র সোভিয়েতবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলেছিল। যে-কোনো প্রকার সোভিয়েত বিরোধিতা এখন মার্কিন বিদেশনীতির মূল কথা হয়ে উঠল। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত সঞ্চালিত সাম্যবাদের প্রসার রোধ করার জন্য এখন থেকে আমেরিকাকে একগুচ্ছ তাঁবেদার রাষ্ট্রগঠনে উদ্যোগী হতে হয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব রাষ্ট্রগুলি প্রকৃতি ও শাসন কাঠামোয় ছিল স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতন্ত্র বিরোধী। ১৯৬০-এর দশক থেকে লাতিন আমেরিকা, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই ধরনের বেশ কয়েকটি মার্কিনপন্থী একনায়কসুলভ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, ট্রুম্যান নীতিতে রাষ্ট্রসংঘ অবহেলিত হয়েছিল। গ্রিস, তুরস্কের মতো রাষ্ট্রগুলিকে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে সাহায্যদান করা যেত। চতুর্থত, ট্রুম্যান ঘোষণা অনেকাংশে মার্কিন রাষ্ট্রপতির আগ্রাসী ও যুদ্ধবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছিল যা ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুস্থিতির পক্ষে ক্ষতিকর। সমালোচকদের অধিকাংশের অভিমত হল ট্রুম্যান নীতি যেমন অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক ছিল তেমনি এই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে ঠান্ডা লড়াই-এ বাড়তি ইন্ধন জুগিয়েছিল।

আমেরিকার ট্রুম্যান নীতি দুটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে ছিল—(১) ইউরোপের ভূখণ্ডের বাইরে বিশ্বজুড়ে সোভিয়েত প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং (২) সোভিয়েত শক্তিবলয়ের পাল্টা বিকল্প হিসেবে পশ্চিমি পুঁজিবাদী জোট গঠনের কাজে অগ্রসর হওয়া। এই নীতির প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মার্শাল পরিকল্পনা' ('Marshall Plan') ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আমেরিকা দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে আর্থিক সহায়তাদানের প্রকল্পের আড়ালে ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী প্রসারের আয়োজন করেছিল।

Scanned with CamScanner